RAB
BANGLADESH
বাংলাদেশ আমার অহংকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১২ চৈত্র ১৪১৭
২৬ মার্চ ২০১১

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি র‍্যাব-এর সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। একই সাথে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেইসব অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যদের যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

র‍্যাব ফোর্সেস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানে দক্ষতা এবং অকৃত্রিম পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করে দেশবাসীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধী গ্রেফতার, জঙ্গী ও চরমপন্থী দমন, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা রোধসহ ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা ও অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম বিরোধী অভিযানের মাধ্যমে র‍্যাব ইতোমধ্যেই দেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। আমি আশা করি র‍্যাবের সাফল্যজনক কর্মকাণ্ডের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়নে র‍্যাবের সকল স্তরের সদস্যবৃন্দ দেশপ্রেম, কর্মনিষ্ঠা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে আগামী দিনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন-এটা সকলের প্রত্যাশা।

আমি এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য, উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জি রহমান
মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিগত বছরগুলোতে এ বাহিনীর যেসকল সদস্য অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

র‍্যাব সদস্যগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাস, জঙ্গী ও চরমপন্থী দমন, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা রোধ এবং ভেজাল বিরোধী অভিযান ছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সন্ত্রাস ও অপরাধমুক্ত দেশ গঠনে এ বাহিনী তাদের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও কর্মস্পৃহা বজায় রেখে ভবিষ্যতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি র‍্যাবের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাবের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সে সাথে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি র‍্যাবের সে সকল অকুতোভয় সদস্যদের, যাঁরা অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত, নিরাপদ সমাজ গঠনে এ বাহিনীর চৌকস কর্মকর্তা ও সদস্যগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে পেশাদারী কার্যক্রমের মাধ্যমে চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেফতার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা এবং গুরুতর অপরাধ দমনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছেন। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও এ বাহিনীর সাফল্যসমূহ প্রশংসার দাবীদার।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এবং বিশ্বায়নের যুগে দেশ ও সমাজে অপরাধের ধরণ ও মাত্রায় ভিন্নতা এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যকে নিত্য-নতুন অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও বেশী আন্তরিক ও উদ্যোগী হতে হবে। র‍্যাবকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের আধুনিক ও অপরাধ দমনে পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে।

আমি এ ফোর্সের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

আবদুস সোবহান সিকদার

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
র‍্যাব

বাণী

র‍্যাবের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ শুভক্ষণে র‍্যাবের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সেসব বীর শহীদ র‍্যাব সদস্যগণকে যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং এ বাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আসছে। দেশে সন্ত্রাস দমন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জনগণের গভীর ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও স্বল্প সময়ে অর্জিত এ সাফল্য র‍্যাব এর সকল সদস্যের আন্তরিক সদিচ্ছা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং নিবিড় দেশপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করে।

বিগত বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠী ও চরমপন্থীদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, সারাদেশে চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধী গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ, চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা দূরীকরণ এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে র‍্যাবের অব্যাহত কার্যক্রম জনগণের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে র‍্যাবের কর্মপরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরাধের ধরণ ও অপরাধীদের কৌশল পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে এ বাহিনীকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ আনন্দঘন মুহূর্তে এ বাহিনীর সকল সদস্যের নিকট আমার প্রত্যাশা, সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'ভিশন ২০১১' বাস্তবায়নে একটি সন্ত্রাস, মাদক ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন এবং সমৃদ্ধশালী ও সুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্পে অবিচল থেকে এ বাহিনী এগিয়ে যাবে।

মোঃ মোখলেছুর রহমান

র‍্যাবে'র ৭ বছর ঃ প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা

কমান্ডার এম সোহায়েল, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন
পরিচালক, আইন ও গণমাধ্যম, র‍্যাব ফোর্সেস

একটি দুটি বছর করে ৭টি বছর অতিক্রম করল র‍্যাব। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি খুব বেশী দীর্ঘ সময় নয়। এটা অনস্বীকার্য যে, র‍্যাব এত অল্প সময়ের মধ্যেই তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের আস্থা এবং ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাবের ৭ বছরের পথ চলা সবসময় যে মসৃণ ছিল তা বলা যাবে না। বিভিন্ন সময়ে এ বাহিনী ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অনাকাঙ্খিত এবং অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায়। তবে র‍্যাবের পথ চলা কিন্তু কখনই গতি হারায়নি। বরং সমালোচনার মধ্যদিয়ে এ বাহিনী জনগণের ভালবাসা নিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের আপামর জনসাধারণের পাশে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবিচল রয়েছে।

মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের স্বপ্ন ডানায় ভর করে সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচনে প্রত্যাশী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মসৃণ পথযাত্রার অন্যতম বাধা হচ্ছে সন্ত্রাস। আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায়ও সন্ত্রাস নামক বিষাক্তসাপ প্রতিনিয়ত বিক্ষত করছে, বিপন্ন করছে শান্তি ও মানবতা, বিঘ্নিত করছে কাঙ্খিত উন্নয়নের চলমান রথ। বিশেষ করে বিগত দশকের প্রথমদিকে বহিঃর্বিশ্ব তথা বাংলাদেশেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, অবৈধ অস্ত্রের অপব্যবহারের পাশাপাশি জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিশ্বায়নের এ যুগে বিচিত্র সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা, আধুনিক কৌশল, দৃঢ় প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম। এর প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস নামক বিষাক্ত ছোবল থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি বিশেষায়িত বাহিনী। এমনই প্রেক্ষাপটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত বাহিনী হিসেবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডন্যান্স - ১৯৭৯ সংশোধন করে "দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নস্ (সংশোধিত) অ্যাক্ট-২০০৩" অনুসারে ২০০৪ সালে গঠন করা হয় এলিট ফোর্স র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (তৎকালীন বিডিআর), কোস্টগার্ড, আনসার ও সরকারের বেসামরিক প্রশাসনের বাছাইকৃত চৌকস কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে শান্তি আর সম্প্রীতির স্বপ্নে ঘেরা সুন্দর বাংলাদেশের অন্বেষায় শুরু হয় র‍্যাবের বন্ধুর পথচলা। এসময় র‍্যাব এর উপর যে সকল দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় তা হলোঃ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান করা; অপরাধী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের উপর তথ্য সংগ্রহ, বেআইনী অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ও অনুরূপ সামগ্রী উদ্ধার; সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক যেকোন অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা; দলবদ্ধ সশস্ত্র অপরাধীদের গ্রেফতার; আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশসহ অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

"বাংলাদেশ আমার অহংকার" এ দেশাত্মবোধের স্ফুরণে উদ্দীপ্ত র‍্যাবের নিবেদিত প্রাণ সদস্যরা সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর। র‍্যাবের সকল অভিযান পরিচালিত হয় সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী, মাদক ব্যবসায়ী তথা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অশুভ শক্তি নির্মূল করার লক্ষ্যে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুঃসাহসিক অভিযান আর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে র‍্যাব অল্প সময়ের ভেতরেই জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাবের অব্যাহত অভিযানে এ পর্যন্ত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, অপহরণকারী, ডাকাত, জঙ্গী, মাদক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অপরাধীসহ প্রায় ৯০ সহস্রাধিক অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস ভীতি দূর হয়ে সৃষ্টি হয়েছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ। যদিও সন্ত্রাস নির্মূলের মত চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে গিয়ে র‍্যাব সদস্যরাও প্রায়শঃই সন্ত্রাসীদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে তবুও তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে কখনো হতোদ্যম হয়নি এবং হবেও না। বরং সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, প্রজ্ঞা আর ক্ষিপ্রতার সমন্বয়ে বারে বারে আঘাত হেনেছে অপরাধীদের উপর, কাঁপিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীদের অন্তরাত্মা। ফলে সমাজে আগের তুলনায় অনেকাংশে সন্ত্রাস ভীতি দূর হয়ে ফিরে এসেছে স্বস্তি।

অপরাধ মুক্ত এবং স্থিতিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য অবৈধ অস্ত্রের অপব্যবহার রোধ করা অত্যন্ত জরুরী। অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সমাজে পেশী শক্তির উদ্ভব হয়। ফলে তৈরী হয় অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর হানাহানির মতো ভীতিকর ঘটনা। র‍্যাবের প্রত্যয়ী সদস্যরা এরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সকল সময় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখেছে। সারা দেশে র‍্যাবের সাঁড়াশী অভিযানের ফলে এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রায় আট সহস্রাধিক আগ্নেয়াস্ত্র, পাঁচ সহস্রাধিক বোমা/ককটেল/গ্রেনেড, প্রায় চার হাজার কিলোগ্রাম বিস্ফোরক দ্রব্যাদি এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। শুধু ২০১০ সালেই র‍্যাব সদস্যরা উদ্ধার করেছে বিভিন্ন ধরণের ১,৪৯৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৮,২১৬ রাউন্ড গুলি, ৬৩১টি বোমা/গ্রেনেড/ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য যা র‍্যাব সদস্যদের নির্ভীক আভিযানিক কর্মকাণ্ড ও নিরলস পরিশ্রমের বহিঃপ্রকাশ।

একুশ শতকের শুরুর দিকে ধর্মীয় জঙ্গীদের উত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে নতুন এক সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। এরই মাঝে জঙ্গীবাদীদের উন্মত্ত আচরণ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে গোটা মানব বিশ্ব বিব্রত এবং ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জাতিধর্ম গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বহিঃর্বিশ্বে সুনামের অধিকারী বাংলাদেশেও হঠাৎ করে জঙ্গীবাদ সমস্যার উত্থান ঘটে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটলে সারাদেশে জনমনে ব্যাপক ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা বোধের সঞ্চার হয়। এ রকম একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে র‍্যাবের চৌকস সদস্যরা অতি অল্পসময়ের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, পেশাদারিত্ব ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে ব্যাপক গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে বোমা হামলাকারীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে শীর্ষ প্রায় সকল জঙ্গী নেতাসহ অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনের সদস্যদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। একই সাথে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদ, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং বোমা তৈরীর সরঞ্জামাদি। র‍্যাবের অব্যাহত জঙ্গী বিরোধী অভিযানের প্রেক্ষিতে অতি অল্পসময়ের মধ্যে জঙ্গীদের অপতৎপরতা ও বিস্তাররোধ করে তাদের কার্যক্রমকে প্রায় স্তিমিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং জনমনে ফিরে এসেছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অবৈধ মাদকের ব্যবহার একটি জাতীয় সমস্যা। মাদকের বিস্তার ও অপব্যবহার যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে সম্ভাবনাময় প্রজন্মের মেরুদণ্ডে আঘাত করে। মাদকদ্রব্য সমাজকে পঙ্গু করে ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ব্যাহত করে। সমাজে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধের অন্যতম উৎস হচ্ছে মাদক এবং এর অপব্যবহার। তাই মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের কঠোর ও আপোসহীন মনোভাব মাদকের অপব্যবহার ও বিস্তার রোধে অগ্রণী ভূমিকা পলন করে, যা সর্বজনবিদিত ও প্রশংসিত। র‍্যাবের অভিযানে আবিস্কৃত ভয়াল এক নেশা জাতীয় দ্রব্য ইয়াবা সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং উন্মোচিত করেছে অনেক অজানা তথ্য। পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের জন্য র‍্যাব সদস্যরা মাদক ব্যবসায়ীদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখেও দায়িত্ব পালনে এতটুকু দ্বিধা করেনি। র‍্যাবের অব্যাহত অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৭ লক্ষ বোতল ফেন্সিডিল, ৩ লক্ষাধিক পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩শত কিলোগ্রাম হেরোইন ও কোকেনসহ বিপুল পরিমাণ দেশী-বিদেশী মদ ও নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য।

এ সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করার মাধ্যমে র‍্যাব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিগত বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে কতিপয় অর্থলোভী অসাধু ব্যবসায়ী ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে দেশে-বিদেশে গ্রাহকদের টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধ অর্থ উপার্জন করে আসছিল। এ সব অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার কারণে সরকার বৃহৎ অংকের রাজস্ব হারাচ্ছিল। র‍্যাবের কর্মতৎপরতায় এবং গোয়েন্দা নজরদারীর মাধ্যমে গত কয়েক বছর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জাম উদ্ধার এবং তৎসংশ্লিষ্টদের গ্রেফতারের মাধ্যমে আইনের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে র‍্যাবের বিভিন্ন অভিযানের পর থেকে সরকারের রাজস্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির নিকট থেকে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার সংশ্লিষ্টতার কারণে র‍্যাবের সহায়তায় বিটিআরসি বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা আদায়ে সক্ষম হয়। এছাড়া চোরাচালান বিরোধী র‍্যাবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযানের ফলে দেশের শুল্ক ও রাজস্ব বৃদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ রক্ষায় র‍্যাব সর্বদাই জোরালো ভূমিকা রেখেছে। এ পর্যন্ত র‍্যাবের অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রায় দুই সহস্রাধিক পুরাকীর্তি এবং গ্রেফতার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট চোরাকারবারীদের। চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা দূর এবং ভিডিও পাইরেসি বন্ধ করতে র‍্যাবের গঠিত টাস্কফোর্স নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলে দেশের যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার মতো গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সিনেমা প্রিয় দর্শক পুনরায় হলমূখী হতে পেরেছে। দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে র‍্যাবের এই পদক্ষেপ দেশব্যাপী সব মহলে কুড়িয়েছে ভূয়সী প্রশংসা।

সুস্থ সবল জীবন ধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাবের এ ভেজাল বিরোধী অভিযান দেশের সর্বত্র ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং দেশের মানুষের সুস্থ জীবন ধারণের পথকে করেছে সুগম। প্রতিনিয়তই চলছে র‍্যাবের এই ভেজাল বিরোধী অভিযান, যাতে র‍্যাব সদস্যরা উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমান ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ও তৈরী সামগ্রী এবং বন্ধ করে দিয়েছে অনেক ভেজাল খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কারখানা। র‍্যাব শুরু থেকেই অবৈধ মুদ্রা ব্যবসায়ী ও জাল নোট প্রস্তুতকারীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে। বিভিন্ন ধরনের ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ২০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত র‍্যাবের অভিযানে জাল নোট প্রস্তুতকারী চক্রের পাঁচ শতাধিক সদস্যকে গ্রেফতারসহ উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ জাল দেশী/বিদেশী মুদ্রা ও মুদ্রা তৈরীর সরঞ্জাম। যার ফলশ্রুতিতে জাল নোট তৈরী ও ব্যবহারের অপতৎপরতা অনেকাংশেই কমেছে। সম্প্রতি ভ্রাম্যমান আদালত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের ফলে র‍্যাবের আভিযানিক কার্যক্রমে এসেছে নতুন মাত্রা। এর ফলে মাদক ব্যবসায়ী, ইভটিজার, ভেজালকারীসহ বিভিন্ন অপরাধীরা ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছে। অতিস্বল্প সময়ের মধ্যেই র‍্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত সহস্রাধিক অপরাধীকে বিবিধ অপরাধের দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান পূর্বক কারাগারে প্রেরণ করেছে।

র‍্যাবের অব্যাহত সময়োপযোগী কার্যক্রমের ফলে এ বাহিনীর প্রতি জনগণের ভালবাসা ও আস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বেড়েই চলেছে। একই সাথে এ বাহিনীর প্রতি প্রতিনিয়তই সকলের প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রত্যাশা পূরণে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য নিবেদিত প্রাণে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। র‍্যাব সদস্যরা দেশের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। প্রতিনিয়তই তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করছে। শিশুদের অঙ্গহানীর মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা ও নারীদের শ্লীলতাহানীর মাধ্যমে পতিতাবৃত্তিতে নামিয়ে ব্যবসা করার মতো জঘন্য অপরাধীদের গ্রেফতার পূর্বক তাদের মুখোশ উন্মোচন দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও র‍্যাবের অভিযানে উৎঘাটিত হয়েছে ইটভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় অসহায় নারী, শিশু ও পুরুষদের আটকে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় শিকল পরিয়ে কাজ করানোর মতো মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঘটনা। অভিযানিক সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে দেশের বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে র‍্যাবের সরব উপস্থিতি ও কার্যকরী পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। র‍্যাবের এ সকল বহুল অর্জনের পরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির দ্বারা সমালোচিত হয়ে আসছে। র‍্যাবের বিশাল কর্মকাণ্ডের মাঝে কিছু ভুলক্রটির ফলে সমালোচনা হতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। গঠনমূলক সমালোচনার প্রেক্ষিতে ভুলক্রটি সংশোধন করে আরও কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালনে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে অনেকক্ষেত্রেই অনাকাঙ্খিত তথ্য বিকৃতি বা ভুল তথ্য প্রদান করে যখন কেউ র‍্যাবের নেতিবাচক সমালোচনা করে, তখন তা প্রতিটি র‍্যাব সদস্যকেই ব্যথিত ও মর্মাহত করে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ র‍্যাব সদস্যরা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজেদের উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার নিয়ে সরকারের সংস্থাসমূহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে, তারই অংশ হিসেবে র‍্যাব সদস্যরা প্রতিনিয়তই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সুখী, সমৃদ্ধ ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। এছাড়াও "ভিশন-২০২১" এর সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার প্রত্যাশিত স্বপ্নসিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথকে কন্টকমুক্ত এবং শান্তিময় করতে র‍্যাব অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সতর্ক ও সদাতৎপর রয়েছে।

যেকোন কাজেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুদৃঢ় মনোবল, বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপরিকল্পনা এবং প্রায়োগিক নির্ভুলতা। "বাংলাদেশ আমার অহংকার" এই মহান সঞ্জীবনীতে উজ্জীবিত র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সীমাবদ্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তথা সাধারণ জনগণের মাঝে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে র‍্যাবের অকুতোভয় সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে দেশপ্রেম বুকে নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমান্তরাল প্রবাহের মোহনায় শান্তির উৎস সন্ধানের মতো কঠিন কর্মে র‍্যাবের নিরলস পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও শান্তির ভিত গড়ার প্রচেষ্টা দেশবাসীর কাছে আজ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। জনগণের ভালবাসা, আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভর করে র‍্যাব এগিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের অন্বেষায়, মুছে দেবে নির্যাতিতের নিরব নিভৃত কান্না, নোঙ্গর করবে সাফল্যের তরী - জনতার হৃদয় বন্দরে।
শুভ হোক সকল প্রচেষ্টার, শুভ হোক আগামীর সূর্যোদয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪১৭
২৬ মার্চ ২০১১

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী র‍্যাব সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জঙ্গী ও চরমপন্থী গ্রেফতার, সন্ত্রাস দমন, মাদক ও চোরাচালান দ্রব্য এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে র‍্যাব সদস্যরা নিষ্ঠার সংগে কাজ করছেন। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে তাদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতা প্রশংসার দাবী রাখে।

শান্তিপ্রিয় নাগরিকগণের নিকট এ বাহিনী এখন নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক। "বাংলাদেশ আমার অহংকার" এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে র‍্যাবের সদস্যগণ তাঁদের দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, নাশকতা রোধ এবং সর্বোপরি জাতি গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য এবং অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ বাহিনীর সদস্যদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকের এ বিশেষ দিনে আমি দেশপ্রেমী অকুতোভয় সেইসব র‍্যাব সদস্যকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন; আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সুদৃঢ় দেশপ্রেম, উঁচু পেশাদারিত্ব ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে এ বাহিনী চিহ্নিত সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও চরমপন্থীদের দমন, বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার, মাদকের বিস্তার ও অপব্যবহার রোধে যে ভূমিকা পালন করেছে এবং বিশ্ব ইজতেমাসহ মহান জাতীয়দিবসসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা কার্যক্রমে এ বাহিনীর সাফল্য নিঃসন্দেহে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এ বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং কর্তব্যপরায়নতায় তাদের প্রতি জনগণের আস্থা ও প্রত্যাশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। জনগণের এ প্রত্যাশা পূরণে র‍্যাবকে আরও সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে হবে।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বাহিনী আগামীতেও তাদের উঁচুমানের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ভিশন-২০১১' কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি র‍্যাবের সার্বিক সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু

بسم الله الرحمن الرحيم

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ ইউনিটের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। একই সাথে এ ইউনিটের যে সকল সদস্য বিগত বছরগুলোতে কর্তব্য পালনকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ পুলিশের এলিট ফোর্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত র‍্যাব শুরু থেকেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে পেশাদারীত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। জঙ্গীবাদ দমন ও মাদক বিরোধী অভিযানে র‍্যাব এর সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত। আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন বাহিনীর চৌকস কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এ ইউনিটের সার্বিক কর্মকাণ্ড জনমনে বিশেষ নিরাপত্তা বোধ ও আস্থা সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আগামী দিনে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ, সেবা নিবেদিত র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে অধিকতর বেগবান করবেন।

এ ইউনিটের সদস্যগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য, শুভ ও সুন্দর এর অনুশীলনের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলে একসঙ্গে শান্তি-প্রীতি, সৌহার্দ-সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধে বিকশিত হবেন- এটাই সকলের অভিন্ন প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাব-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

হাসান মাহমুদ খন্দকার
বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি

র‍্যাবের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১১ সফল হোক
AB Bank
AB Bank Limited